স্কুলে ভর্তি-বাণিজ্য

ভর্তি-বাণিজ্য একসময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা মহামারী আকার ধারণ করে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। গত
অনিয়ম খুঁজে পেয়ে সরকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখেননি অভিভাবক
শুধু ভর্তির সময় নয়, সারা বছরই বিভিন্ন উপলক্ষ তৈরি করে টাকা নিচ্ছে বেশ কিছু স্কুল। লিখেছেন **মোহাম্মদ উল্লাহ রিপন** ও **সাইমুম সাদ**.

চিত্র : ১
আলী মাহমুদ তার ছেলেকে রাজধানীর এক নামকরা স্কুলে ভর্তি করাতে গেছেন। কিন্তু একজন শিক্ষক সন্তানকে ভর্তি করিয়ে দেবেন বলে ৪০ হাজার টাকা চেয়েছেন। সেই টাকা দেয়ার পর তার কাছ থেকে আরও এক লাখ টাকা দাবি করলে তার মাথায় বাজ পড়ে। অন্যদিকে টাকা না দিলে তার সন্তানের ভর্তি বাতিলের হুমকি দেয়া হয়। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজের জমানো সঞ্চয়ের টাকায় সন্তানকে ভর্তি করান তিনি।

আসলে ভর্তি ফি কত

২০১১ সালে ১৫ ডিসেম্বর ভর্তি সংক্রান্ত একটি নীতিমালা ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালার ৯ ধারা অনুসারে ঢাকা মহানগরে ভর্তির জন্য সর্বোচ্চ ৫ হাজার, অন্য মহানগরে সর্বোচ্চ ৩ হাজার এবং পৌর ও মফস্বলে সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রাজধানীর প্রথম শ্রেণীর কোনো প্রতিষ্ঠানই এই অভিভাবকই এই টাকা ফেরত পাননি।

চলতি বছরের ভর্তি ও ফরম বিক্রির হালচাল

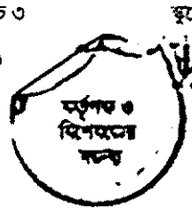

রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য ১ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরম বিতরণ এবং ১৯, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফরমের দাম যথারীতি ১০০ টাকা। এবারও যথারীতি রাজধানীর ২৪টি স্কুলকে ক, খ ও গ এই তিন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। তিন গ্রুপের স্কুলের পরীক্ষা হবে উল্লিখিত তিন দিন। আর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি নয়, হবে লটারি। অন্য ক্লাসে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও গণিত এই তিন বিষয় থাকবে। এর মধ্যে গণিত ৪০ নম্বরের। বাকি দুটি ৩০ নম্বর করে। সব স্কুলেই সব শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে না। এক্ষেত্রে আসন থাকার বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে। কোনো স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে আবার কোনো স্কুলে তৃতীয় বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি [illegible] শিক্ষার্থী। তবে ২৪টির মধ্যে মাত্র ১৩টি স্কুলে প্রথম শ্রেণী রয়েছে। মাউশির নীতিমালাকে তোয়াক্কা না করে সমালোচনা হয়, সবার নজরে আসে। তাই সুকৌশলে শিক্ষার্থী পরের ক্লাসে উঠলে সেশন চার্জের নামে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয়। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা লাখ লাখ টাকার কোনো হিসাবও থাকে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে। প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ নিজের কাছেই এর হিসাব রাখেন। আর এর সঙ্গে যোগসাজশ থাকে গভর্নিং বডির সদস্যদের। এভাবে আদায়কৃত অর্থের বেশিরভাগই আত্মসাৎ হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আছে প্রমাণ, নেই শাস্তি

২০১০ আর ২০১১ সালের ভর্তির ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের দুটি কমিটি বিগত দিনে কাজ শেষে রিপোর্ট পেশ করেছিল। আইডিয়াল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুরের প্রিপারেটরি স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকালে বাড়তি অর্থ আদায়ের ঘটনাও প্রমাণিত হয়েছে। মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫০ হাজার আর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরিতে ৩৫ হাজার টাকা এবং মতিঝিল আইডিয়ালে মুগদা ক্যাম্পাসে সুপারিশের আলোকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে গিয়ে তারা নিজেদের দুর্নীতিকেও হালাল করে নেন। আর এভাবেই ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা কোটি কোটি টাকার অবৈধ বাণিজ্য করে থাকে। প্রতিবছর এভাবে অভিভাবকদের পকেট থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটলেও সরকারি কোনো পদক্ষেপ চোখে না পড়ার বিষয়টি দুঃখজনক।

টিআইবি রিপোর্টে ভর্তি বাণিজ্যের ভয়াবহ রূপ

২০১২ সালে টিআইবি 'প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধ : বাংলাদেশে সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এখান থেকেই জানা যায় বাংলাদেশে ভর্তি বাণিজ্য কতটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়, ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, সন্তানকে প্রথম শ্রেণীতে (৫-৭) ভর্তিকালে তাদের নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। ২০.[illegible] শতাংশ উত্তরদাতা জানান, পাঠ্যবই পাওয়ার জন্য তাদের নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে।

কোটা পেয়ে টাকার বিনিময়ে ভর্তি বাণিজ্য করেন

মতিঝিল মডেল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেলিনা শামসী বলেন, নির্বাচন কমিশনের একটি নির্দেশনা রয়েছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার কাজ শেষ করার। তাই তারা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষায় থাকতে পারেনি। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রাজনৈতিকভাবে মদদপুষ্টদের জন্যই স্কুলগুলো অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে।

তিনি বলেন, আগে স্কুলগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। তারপর এসব অনৈতিক প্রথাও বন্ধ হবে। আরও একজন শিক্ষিকা বলেন, রাজনৈতিক নেতারা স্কুলের সঙ্গে জড়িত। মূলত তারা বেশ কিছু কোটা পায়, এছাড়া অন্যান্য আরও কিছু কোটায় প্রতি বছর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। মূলত কোটা পাওয়া লোকজন টাকার বিনিময়ে ভর্তি বাণিজ্য করেন সবচেয়ে বেশি। তাই সবার আগে কোটা প্রথা বাতিল করতে হবে।

নীতিমালা মানছে না।

স্কুলগুলোর চাহিদা কত

গত বছর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যমে ভর্তিতে ১৩ হাজার ৭০০ টাকা নেয়া হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যমে ১২ হাজার ২০০ এবং ইংরেজি মাধ্যমে ১৪ হাজার ১০০ টাকা, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী ক্যাম্পাসে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ১২ হাজার ১শ' টাকা, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাকরাইলের উইলস লিটল ফাওয়ার স্কুলে ৯ হাজার টাকা, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৭ হাজার ৮৮০ টাকা, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ হাজার ২শ' টাকা, মতিঝিল মডেলে শ্রেণীভেদে প্রাথমিকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। যদিও একপর্যায়ে সরকার অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু কার্যত কোনো অগ্রণী স্কুল এবার ফরমের দাম রেখেছে ৩০০ টাকা। মতিঝিল মডেল স্কুলের ফরমের দাম ২০০ টাকা। উদয়ন স্কুলের ফরমের দাম ৫০০ টাকা।

যেভাবে চলে ভর্তি বাণিজ্য...

রাজধানীর অভিজাত অনেক স্কুলেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিসহ বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি ফি বাবদ এবং নতুন শ্রেণীতে ওঠার সময় সেশন চার্জ বা পুনঃভর্তি ফির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা মানে না। রাজধানীর স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা থাকলেও আদায় করা হয় অতিরিক্ত টাকা। এসব টাকা প্রকাশ্য রসিদের মাধ্যমে আদায় করা হয়। কোনো স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সময় কর্তৃপক্ষ বেশি টাকা নিলে বিষয়টি নিয়ে ভর্তির নামে রীতিমতো চাঁদাবাজির প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

জড়িত যারা

মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের তদবিরের আড়ালে শুরু হয় ভর্তি বাণিজ্যের এ প্রক্রিয়া। অবাক করার মতো বিষয় হল ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্তদের তালিকায় আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের নামও শোনা যায়। সন্ত্রাসীরা অন্ধকার জগৎ ছেড়ে সুশীল-সভ্য সমাজের শিক্ষাঙ্গনের দিকে যদি হাত বাড়ায়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে! মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা বোর্ড থেকে আসা সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়মের বাইরে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। গভর্নিং বডির সদস্য ও অধ্যক্ষরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকেন।

ইংলিশ মিডিয়ামে চলে ডলারের ছড়াছড়ি...

দেশের বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো থেকেও বেশি ভয়াবহ আকারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে অনিয়ম ঢুকে পড়েছে। বাংলা মিডিয়াম যদি চুষে খায় তাহলে ইংলিশ মিডিয়ামগুলো চিবিয়ে খাচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এ স্কুলগুলোতে ডলারের খেলা চলে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ধানমণ্ডির ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে (আইএসডি) বেতন-ভাতা প্রদান করতে হয় মার্কিন ডলারে। গ্রে-গ্রুপের একজন শিক্ষার্থীর ৬ মাসের টিউশন ফি দিতে হয় বাংলাদেশী টাকায় ১ লাখ ৭৫ হাজার ৬৪০ টাকা। এই টিউশন ফি নার্সারিতে প্রায় ৩ লাখ, প্রি-কেজিতে ৫ লাখ ২৫ হাজার, কেজি থেকে গ্রেড-টু পর্যন্ত ৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

৬ মাস পরপর এই ফি দিতে হয়। তাছাড়াও মাসিক বেতন এবং টিউশন ফির বাইরে